নন্দীগ্রাম কান্ডে লক্ষ্মণ শেঠসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামের জমি রক্ষার আন্দোলনের সমর্থক রায়নগরের বাসিন্দা দুর্গাপদ মাইতি ও ৭নং জলপাইয়ের বাসিন্দা সুব্রত সামন্তকে অপহরণ, খুন ও মৃতদেহ লোপাট করার অভিযোগে তমলুকের প্রাক্তন সিপিএম সাংসদ তথা বর্তমান বিজেপি নেতা লক্ষ্মণ শেঠ সহ মোট ১৪ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর করল সিআইডি। প্রসঙ্গত, গত ২০০৭ সালে ভূমি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নন্দীগ্রাম ব্যাপক অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল। বহু মানুষ পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন, আবার কেউ পুলিশের ভয়ে নিখোঁজ হয়েছিলেন। জমি আন্দোলনের ১১ বছর কেটে যাওয়ার পরেও এই সকল নিখোঁজ ব্যক্তির কোনো খোঁজ মেলেনি। যাদের মধ্যে অন্যতম রায়নগরের বাসিন্দা দুর্গাপদ মাইতি ও ৭নং জলপাইয়ের বাসিন্দা সুব্রত সামন্ত। দীর্ঘ ১১ বছর কেটে যাওয়ার পরও স্বামী দুর্গাপদর কোনো খোঁজ না মেলায় চলতি বছরের মার্চমাসে দুর্গাপদবাবুর স্ত্রী অমিতা মাইতি হলদিয়া মহাকুমা আদালতে স্বামীর দেহ খুঁজে দেওয়ার জন্য আদালতে মামলা করেন। হলদিয়া মহকুমা আদালতে নন্দীগ্রাম থানাকে দ্রুত ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশের পর রাজ্য সরকার এবিষয়ে পুলিশকে সাহায্যের জন্য সিআইডিকে নির্দেশ দেয়। অন্যদিকে নন্দীগ্রাম থানা সূত্রে জানা গেছে, দেহ লোপাটের ঘটনায় হলদিয়ার প্রাক্তন সাংসদ লক্ষ্মণ শেঠ, নন্দীগ্রামের সিপিএম নেতা অশোক গুড়িয়া, অশোক বেরা সহ মোট ১৫ জনের নামে নন্দীগ্রাম থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে সুব্রত সামন্তর পরিবার। সেই অভিযোগটির তদন্তভার সিআইডিকে দেওয়া হয়। সেই ঘটনার তদন্ত করতে গত ৩০ জুন তাই দুর্গাপদ মাইতির পাশাপাশি সুব্রত সামন্তর বাড়িতেও যান সিআইডির তদন্তকারীরা। পরে গোকুলনগর ও ভাঙাবেড়ায় যান তারা। উল্লেখ্য, গত ২০০৭ সালের ১৪ই মার্চ নন্দীগ্রামের গোকুলনগর ও ভাংড়াবেড় যাতে গৌরাঙ্গ পুজো চলছিল। সেইসময় ওই দুই জায়গায় নন্দীগ্রামের বহুজায়গা থেকে বের হওয়া মিছিল এসে পৌঁছায়। অপরদিকে এদিন পুলিশ খেজুরির দিক থেকে এশে অভিযান চালায়। এরফলে দুপক্ষের মধ্যে ব্যাপক গুলিবর্ষণ শুরু হয়। গুলির আঘাতে প্রায় ১৪ জনের মৃত্যু হয় এবং বহু মানুষ নিখোঁজ থাকেন। প্রশাসনিক ভাবে ১৩ জনের দেহ উদ্ধার করা হলেও এখনও পর্যন্ত দুর্গাপদবাবু ও সুব্রতবাবুর দেহ উদ্ধার হয়নি। ফলে তাঁদের পরিবার কোনো সরকারি সাহায্য পাননি। দুর্গাপদবাবুর স্ত্রী অমিতাদেবীর দাবি, তাঁর স্বামী জীবিত আছেন কিনা তদন্ত করে দেখা হোক। স্বামী ফিরে আসবেন এই আশাতে এখনও স্বামীর দেওয়া শাঁখা, সিঁদুর অক্ষত রেখেছেন স্ত্রী অমিতা। এদিকে ১৪ই মার্চ ভূমি আন্দোলনের মিছিলে সুব্রতবাবুকে গুলিবিদ্ধ হতে দেখেছেন তাঁর পরিবার। কিন্তু সুব্রতবাবুর কোনো দেহ উদ্ধার হয়নি। সিআইডির প্রতিনিধি দল দুর্গাপদবাবুর ও সুব্রতবাবুর পরিবারের লোকজনদের সাথে কথা বলেন। তার পরেই বৃহস্পতিবার সিআইডির থেকে জানানো হয়েছে লক্ষ্মণ শেঠ সহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে অপহরণ, খুন ও মৃতদেহ লোপাট করার অভিযোগ দায়ের করে তদন্ত শুরু করা হল। দুর্গাপদবাবুর ও সুব্রতবাবুর পরিবারের লোককে জানিয়েছেন, তাঁরা এই সিদ্ধান্তে খুশি। তাঁরা চান অতি দ্রুত মামলার নিষ্পত্তি হোক। যদিও এই বিষয়ে লক্ষ্মণ শেঠের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোন উত্তর দিতে রাজী হননি। অপর দিকে নন্দীগ্রাম জমি রক্ষা আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্ব আবু তাহের জানিয়েছেন, নন্দীগ্রামের মানুষ লক্ষ্মণ শেঠের নেতৃত্বাধীন হার্মাদ বাহিনীর অত্যাচারের ঘটনায় দোষীদের শাস্তির অপেক্ষায় দিন গুনছে।

(বাঁদিকে) তদন্তকারী সিআইডি আধিকারিকেরা। (ডানদিকে) নিখোঁজ দুর্গাপদ মাইতি। নিজস্ব চিত্র

ছাত্রীকে ধর্ষণ, গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ, গ্রেফতার

মিলন পণ্ডা, ভুপতিনগর ঃ ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণ করল এক গৃহশিক্ষক। আর এই অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেফতার করতে গিয়ে স্থানীয় মানুষের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হল পুলিশকে। বুধবার রাতে ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের আকার নেয় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভুপতিনগরের ধুসুরদা গ্রাম। পুলিশের গাড়ি ভাঙচুরের পাশাপাশি অভিযুক্ত শিক্ষক রাজীব সাউকে ছিনতাই করে নিয়ে যায় গ্রামবাসী। পরে খবর পেয়ে এগরা মহকুমা পুলিশ অফিসার সব্যসাচী সেনগুপ্তের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এছাড়াও পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া এবং পুলিশের উপরে হামলা চালানোর ঘটনার প্রতিবাদে চারজন গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ধুসুরদা গ্রামের বাসিন্দা পেশায় গৃহ শিক্ষক রাজীব সাউর বাড়িতে পড়তে গেলে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী এই নাবালিকাকে ধর্ষণ করে এই গৃহ শিক্ষক। আরও অভিযোগ নাবালিকাকে রাজীব হুমকি দেয়। ঘটনাটা বাড়িতে জানালে তাকে প্রাণে মেরে ফেলবে। তবে রাতেই বাড়িতে অসুস্থ হয়ে পড়ে এই নাবালিকা। রাতেই তাকে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করে বাড়ির লোকেরা। পরের দিন ভুপতিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করে নাবালিকার পরিবার। তারপর থেকেই আত্মগোপন করে এই শিক্ষক। বুধবার রাতে অভিযুক্ত বাড়ি ফিরেছে জানার পরেই ভুপতিনগর থানার ওসি ইমরান খোন্দার নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী এই অভিযুক্ত গৃহ শিক্ষকের বাড়িতে গিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। এরপরে ধৃতকে গাড়িতে তুলে থানার দিকে আসার পথে পুলিশের পথ আটকায় স্থানীয়রা। তারা পুলিশকে এই ধৃতকে ছেড়ে দিতে বলে। পুলিশ সেই দাবি না মানায় শুরু হয় হামলা। প্রতিরোধ করতে গেলে পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করে অভিযুক্তকে ছিনতাই করে গ্রামবাসী। পুলিশকে আটকে রাখা হয়। এর পরেই বিশাল বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে যান এগরা মহকুমা পুলিশ অফিসার সব্যসাচী সেনগুপ্ত। পুলিশ মৃদু লাঠি চার্জ করাতেই ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় অবরোধকারীরা। পুলিশ এই ঘটনায় রতন সাউ, হেমন্ত সাউ, গীতা সাউ ও তনুশ্রী সাউকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের বৃহস্পতিবার কাঁথি মহকুমা আদালতে হাজির করলে বিচারক জামিনের আবেদন খারিজ করে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

রামনগরে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু প্রৌঢ়ের

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগরে বিদ্যুতের কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম বসন্ত ওঝা (৪৫)। রামনগর থানার বাদলপুরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে বাড়িতে বিদ্যুতের লাইন সারানোর সময় শক খেয়ে মাটিতে ছিটকে পড়েন বসন্ত ওঝা। পরিবারের লোকেরা উদ্ধার করে বালিসাই হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

মারিশদায় কন্যাশ্রী প্রকল্প নিয়ে কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মারিশদা ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি-৩ পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্লক প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে বৃহস্পতিবার 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প সম্পর্কে একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কাঁথি-৩ নম্বর ব্লকের বিডিও মহম্মদ নুর আলম, কাঁথি ৩ নম্বর ব্লকের বিদায়ী সহসভাপতি মিতা রানী সাউসহ ব্লকের সমস্ত স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এই শিবিরের উদ্বোধন করেন কাঁথি-৩ ব্লকের বিদায়ী সভাপতি বিকাশচন্দ্র বেরা। তিনি বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের 'কন্যাশ্রী' দেশে তথা সারা বিশ্বে এটি নজিরবিহীন। স্কুল-কলেজের মেয়েরা কন্যাশ্রী প্রকল্পে স্বনির্ভর হয়েছে। তারা তাদের পড়াশোনার খরচ এরই মাধ্যমে চালিয়ে যাচ্ছে। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং এই প্রকল্পের দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধিদের মেয়েদেরকে আরও ভালোভাবে সাহায্যের আবেদন জানান তিনি। পাশাপাশি যে সমস্ত মেয়েরা পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়েছে, তাদের কন্যাশ্রী প্রকল্প সম্পর্কে বুঝিয়ে পুনরায় স্কুলে ফিরিয়ে আনতে হবে।

যুবকের আত্মহত্যার ঘটনায় গ্রেফতার স্ত্রী ও শ্বাশুড়ি

নিজস্ব সংবাদদাতা, মারিশদা ঃ মারিশদার এক যুবকের আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনায় মৃত যুবকের স্ত্রী ও শাশুড়িকে গ্রেফতার করল পুলিশ। বুধবার মারিশদা থানার পুলিশ স্ত্রী শুকলতা জানা ও শাশুড়ি তারালতা ধাউরিয়াকে গ্রেফতারের পর বৃহস্পতিবার কাঁথি আদালতে তোলা হয়। তাদের বাড়ি মারিশদা থানার দুরমুঠ এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২৬ মে সকালে মারিশদার ভাইচিগড়ের গ্রামের বিনয় জানা (২৬) মাছের ভেড়িতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এরপর মৃত যুবকের বাবা মারিশদা থানায় শ্বশুড়বাড়ি সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে শ্বশুরবাড়ির দুইজনকে গ্রেফতার করে। বুধবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ ধৃতদের গ্রেফতার করে।

দিঘার থেকে গ্রেফতার তিন পর্যটক যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিঘা ঃ নিউ দিঘার সমুদ্রে স্নান করার সময় এক পর্যটক দম্পতিকে মারধর করার অভিযোগে তিন পর্যটক যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। বুধবার দিঘা থানার পুলিশ নদীয়া জেলার শিমুলপুকুরে বিশ্বজিৎ দেবনাথ ও দুলাল দেবনাথ এবং হাওড়া জেলার সাঁতরাগাছির সৌমেন চক্রবর্তীকে গ্রেফতারের পর বৃহস্পতিবার ধৃতদের কাঁথি আদালতে তোলে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দিঘার খালালগোবরা গ্রামের সুকদেব পাত্রের আত্মীয়রা দিঘা বেড়াতে আসেন। বুধবার দুপুরে ওই পর্যটকরা নিউ ক্ষণিকা ঘাটে দিঘার সমুদ্রে স্নান করতে যান। ওই সময় নদীয়া ও হাওড়া থেকে বেড়াতে আসা তিন পর্যটকরা তাঁদের উদ্দেশ্যে কটূক্তি করতে থাকে। এই কথা প্রতিবাদ করলে উত্তেজিত তিন পর্যটক যুবক শুকদেব সহ আত্মীয়দের মারধর ও সোনার হার ছিনতাই করে। বুধবার বিকালে শুকদেব পাত্র দিঘা থানার অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ধৃত তিন পর্যটক যুবককে গ্রেফতার করে।

তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে বিরোধীরা ঃ বিধায়ক অখিল গিরি

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ বামেরা রাজ্যের শিক্ষার মেরুদণ্ডটাকে ভেঙে দিয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসার পরেই বেহাল সেই ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়েছেন। মানুষ সেটা জানে। তাই তৃণমূলকে আর রাজ্যের মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে চক্রান্ত করে মানুষের কাছে খারাপ করার চক্রান্ত করছে বাম-কংগ্রেস-বিজেপির মতো বিরোধীরা। বৃহস্পতিবার রামনগর বিধানসভা এলাকার রামনগর -১নং ব্লকের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বলেন এলাকার বিধায়ক অখিল গিরি। উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা তৃণমূল যুব কার্যকরী সভাপতি সুপ্রকাশ গিরি, রামনগর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি নিতাইচরণ সার, রামনগর ১নং ব্লকের বিডিও অনুপম বাগ, জেলা পরিষদ সদস্য অশোক বিশাল, ব্লকের বিদায়ী জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ সুশান্ত পাত্র, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ ভাস্বতী শৌণ্ড, শিক্ষক অনুপ মাইতি প্রমুখ। রামনগর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে মাধ্যমিকে ৩২জন ও উচ্চমাধ্যমিকে ৩০জন এবং মাধ্যমিকে রাজ্যের ১০ম স্থানাধিকারী এক ছাত্রকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। প্রত্যেক পড়ুয়ার হাতে পুষ্প স্তবক, ঘড়ি ও মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়। বিধায়ক বলেন, মানুষ এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে সঠিক সময়ে জবাব দেবে। তবে এই কৃতী পড়ুয়াদের আগামী দিনে আরও ভালো ফল করে নিজেদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নির্মাণ করার পাশাপাশি রাজ্যের উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে সাথী হওয়ার আহ্বান জানান বিধায়ক।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে কৃতীদের সম্বর্ধিত করলেন বিধায়ক অখিল

খেজুরিতে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতার এক

নিজস্ব সংবাদদাতা, খেজুরি ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খেজুরিতে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে পাঁচ বছরের শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় জেনারেটর অপারেটর এক যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। জানা গেছে, খেজুরি কলাগাছিয়াতে একটি ক্লাবের উদ্যোগে একটি মনসা পুজোর আয়োজন করা হয়। আর সেই পুজো উপলক্ষ্যে কালাগেছিয়াতে একটি মেলা বসেছে। ওই মনসা পুজোতে জেনারেটর দিয়েছে বাপি মাঝি। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাবা ও মায়ের সঙ্গে ৫ বছরের শুভজিৎ মনসা পুজো দেখতে যায়। এরপর শুভজিৎ পুজো প্যান্ডেলের পাশে খেলা করছিল। আর সেই সময় জেনারেটরের কাটা বিদ্যুৎ লাইন শুভজিৎ মাঝির পায়ে লেগে যায়। এরপর পরিবারের লোকেরা উদ্ধার করে তাকে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক শিশুকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বুধবার রাতে খেজুরি থানার পুলিশ একটি মামলা দায়ের করেন এবং জেনারেটর ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করে। বুধবার রাতে খেজুরি থানার পুলিশ বাপি মাঝিকে গ্রেফতার করে। বৃহস্পতিবার ধৃতকে কাঁথি আদালতে তোলা হয়। ধৃতের বাড়ি খেজুরি থানার কলাগেছিয়া গ্রাম।

আবহাওয়া অনুকূল, তাই দেখা মিলছে মাছের রাজার

রাজনন্দিনী নন্দ মিশ্র, দিঘা ঃ দেখা মিলেছে তার। তাই আর দেরি না করে বৃহস্পতিবার ভোর থেকে ফের সমুদ্রে নামতে শুরু করেছে ট্রলার। তার দেখা পাওয়ার খবরে শুধু ট্রলার মালিক, মৎস্যজীবী বা বিক্রেতারাই নন, খুশি আমবাঙালিও। কারণ তিনি মানে রাজা ইলিশের কোনও পদ দিয়ে দুপুরের কিংবা রাতের খাবার খেতে কার না ভালো লাগে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে প্রতি বছরের মতো এই বছরেও গত ১৪ এপ্রিল থেকে ১৬ জুন অবধি সমুদ্রে মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা ছিল। ১৬ জুন রাত থেকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দিঘা সহ শৌলা, পেটুয়াঘাট, কোলাঘাট প্রভৃতি এলাকা থেকে মৎস্যজীবীরা ট্রলার নিয়ে সমুদ্রের রূপালি ফসলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। অনেকেই আশা করেছিলেন এবারের জামাইষষ্ঠীতে জামাইদের আপ্যায়নে বছরের প্রথমে ইলিশের পদ থাকবে। কিন্তু কোথায় কী? দেখা মেলেনি ইলিশের। আর সামান্য যেটুকু উঠেছিল, তার দাম আকাশ ছোঁয়া হওয়ায় সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে থেকে গেছে। তার পরে আরও ১০-১২ দিন কেটে গেছে। মৎস্যজীবীদের জালে সেই ভাবে ইলিশ আসেন। দিঘা ফিসারম্যান এন্ড ফিস ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন থেকে জানা গেছে, বুধবারের আগে অবধি দিঘা মোহনায় মেরে কেটে ৬-৭ টন ইলিশের দেখা মিলেছিল। কিন্তু এদিন সেই পরিস্থিতি বদল ঘটেছে। শুধু বুধবার সকালেই প্রায় ১৫ টন ইলিশ উঠেছে দিঘা মোহনায়। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই বহু মানুষ মোহনায় ভিড় জমান তাদের প্রিয় মাছের সন্ধানে। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার কিংবা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শৌলা, পেটুয়াঘাট বিভিন্ন এলাকা থেকে এই রাজে ইলিশ সরবরাহ হলেও চাহিদার বেশির ভাগ জোগানটাই আসে দিঘা মোহনা থেকে। ফলে দিঘায় ইলিশ ওঠার খবরে সারা রাজ্য জুড়েই আম বাঙালির মধ্যে খুশির হাওয়া। উল্লেখ্য শুধু বাঙালি নয়, সমুদ্রের রূপালি ফসল ইলিশকে ঘিরে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া জুড়ে উন্মাদনা চরমে। ক্রান্তীয় সামুদ্রিক পরিযায়ী এই মাছের বৈশিষ্ট্য হল এরা মিষ্টি জলে জন্মায়। তারপরে নোনাজলে জীবন যাপন করে। ফের প্রজননে সময় মিষ্টি জলে এসে ডিম পাড়ে। মূলত মৌসুমি বায়ু আর ইলশে গুড়ি বৃষ্টির উপরেই নির্ভর করে ইলিশের সমুদ্র থেকে নদীতে আসা এবং ফের নদী থেকে সমুদ্রে ফেরত যাওয়া। দিঘা ফিসারম্যান এন্ড ফিস ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্যামসুন্দর দাস জানিয়েছেন, মূলত আবহাওয়া খারাপ থাকার কারণে কয়েক হাজার ট্রলারকে খালি হাতে মোহনায় ফিরতে হয়েছিল। কিন্তু পরিবেশ অনুকূল হতেই ইলিশের দেখা মিলতে শুরু করেছে। জানিয়েছেন, মরশুমের প্রথম ইলিশ ধরা পড়ায় দিঘা মোহনার মৎস্যজীবী থেকে বিক্রেতাদের মুখে হাসি। এবার দিঘার ইলিশ পাড়ি দেবে কলকাতা সহ গ্রামবাংলার সব বাজারে অনেকটা সস্তা হবে দামও। ৪০০ থেকে ৫০০ গ্রাম ওজনের ইলিশের দাম ৩৫০ থেকে ৪৫০ টাকা এবং ৫০০ থেকে ৭০০ গ্রাম ওজনের ইলিশের দাম ৬০০ থেকে ৬৫০ টাকা দরে বিকোচ্ছে দিঘা মোহনায়। স্থানীয় মৎস্যজীবীরা জানিয়েছেন, অনুকূল আবহাওয়া ও ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি নামতেই দেখা পাওয়া গেল ইলিশের। এরা জানিয়েছেন, মোহনায় ফিরে আসা ট্রলার গুলো এদিন ফের সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে। আগামী ৩-৪ দিনের মধ্যেই তারা মোহনায় ফিরবে। এই মৎস্যজীবীরা জানিয়েছেন, এখনকার মতো আবহাওয়া আগামী কয়েক দিন ধরে থাকলে ইলিশের জোগান আরও বাড়বে বাজারে